বিভিন্ন সীমান্তে ফ্লাগ মিটিং ও শান্তি চুক্তি ॥ বেনাপোলে বিএসএফের গুলীবর্ষণ

গতকাল সোমবার বেনাপোল সীমান্তে বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করিয়া বেশ কয়েক রাউন্ড গুলীবর্ষণ করিলে ঘন জনবসতিপূর্ণ এই এলাকায় আতংক ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া ইউএনবি'র এক খবরে বলা হইয়াছে। বিডিআর-এর একজন কর্মকর্তা বিএসএফ-এর গুলীবর্ষণের এই খবরের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলেন, গতকাল সকালে এই গুলীবর্ষণের ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বিএসএফ জওয়ানদের বিতাড়িত করে। বিডিআর-এর এই কর্মকর্তা বলেন, তাহারা উস্কানি দিতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা। তবে এ ব্যাপারে বিডিআর অত্যন্ত সতর্ক। বিএসএফ সদস্যরা পুটখালী গ্রাম হইতে কিছু গরু নিয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে। গ্রামবাসীদের উপর বিনা উস্কানিতে বিএসএফ-এর এই গুলীবর্ষণের ব্যাপারে বিডিআর কড়া প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছে। সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামবাসীদের মধ্যে এখনও আতংক বিরাজ করিতেছে। তাহাদের অধিকাংশ এখনও বাড়ী-ঘরে ফিরিয়া আসে নাই। তবে রৌমারীর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া দিনাজপুর সেক্টরের বিভিন্ন সীমান্তে উত্তেজনা নিরসনের লক্ষ্যে হিলিতে বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে গতকাল সোমবার সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ফ্ল্যাগ মিটিং-এর পর শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

হিলি সীমান্ত ছাড়াও আখাউড়া ও বিজয়নগর-নেত্রকোনা সীমান্তেও সেক্টর কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সীমান্তে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এ সকল বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী সাংবাদিকদের জানাইয়াছেন। মোয়াজ্জেম আলীর উদ্ধৃতি দিয়া বাসস জানায়, গতকাল সীমান্তের সার্বিক পরিস্থিতি ছিল শান্তিপূর্ণ। সীমান্ত এলাকায় ভারতের বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটানো সংক্রান্ত খবরের সত্যতা অস্বীকার করিয়া তিনি বলেন, আমাদের হাতে তেমন কোন সংবাদ নাই। ভারতীয় কর্তৃপক্ষও সেনা সমাবেশ না ঘটানোর ব্যাপারে বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

দিনাজপুর সংবাদদাতা জানান, রৌমারীর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া দিনাজপুর সেক্টরের বিভিন্ন সীমান্তে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে বিএসএফ এবং বিডিআর-এর মধ্যে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে গতকাল সোমবার হিলিতে ফ্ল্যাগ মিটিং-এর পর দ্বিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। গত ২৫শে এপ্রিল বিডিআর-এর পক্ষ হইতে বিএসএফকে ফ্ল্যাগ মিটিং-এ বসার আমন্ত্রণ জানান হয়। ২৮শে এপ্রিল হিলিতে অনুষ্ঠিত ১ম ব্যাটালিয়ান কমান্ডার পর্যায়ে সীমান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গতকাল সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় হিলি জিরো পয়েন্টে বিএসএফ এবং বিডিআর কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেন। পরে বিকাল সোয়া পাঁচটায় তাহারা হিলিতে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোয় বসিয়া একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। শান্তিচুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ সীমান্তের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনিতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাইতে সম্মত হন। তাহারা গুলীবর্ষণ, সীমান্ত লংঘন এবং উস্কানি প্রদান হইতে বিরত থাকিতেও সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিডিআর-এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন দিনাজপুর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল শেখ আমিনুল ইসলাম। তাহাকে সহায়তা করেন লেঃ কর্নেল নাসিম, জয়পুরহাট ৫ ব্যাটালিয়ান কমান্ডার মেজর মাসুদ করিম, দিনাজপুর সেক্টরের সহঅধিনায়ক মেজর আরিফ ও ক্যাপ্টেন হাসান।

ভারতের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিএসএফ মালদহ সেক্টরের ডিআইজি (ব্রিগেডিয়ার) বিষ্ট। তাহাকে সহায়তা করেন মালদহ ৪ ব্যাটালিয়ানের কমান্ডার লেঃ কর্নেল বিএন মুকুন্দ রায়, ১১ ব্যাটালিয়ান কমান্ডার লেঃ কর্নেল এ কে শর্মা, মেজর মুকুন্দ রায়, ক্যাপ্টেন লক্ষণ পাল ও ক্যাপ্টেন এএস সিং।

বগুড়া অফিস জানায়, কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্ত পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিতেছে। বড়াইবাড়িসহ পার্শ্ববর্তী সীমান্ত অঞ্চলের লোকজন ঘরে ফিরিতেছে। গত ১৮ই এপ্রিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হামলা, অগ্নিসংযোগ ও মর্টার সেল নিক্ষেপের পর বড়াইবাড়ি ও কলাবাড়ি গ্রামের দেড়শত পরিবার এখনও ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণ অথবা মেরামত করিতে পারে নাই। বিধ্বস্ত ভিটায় পলিথিন পেপার টানাইয়া নিজেদের ভিটা পাহারা দিতেছে। সীমান্তঘেঁষা ৩০টি গ্রামের মানুষ ঘরবাড়ীতে ফিরিলেও বিএসএফ-এর হামলার আশংকায় বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছে। এই সীমান্তের ওপারে বিএসএফ-এর ৬০টি সীমান্ত চৌকিতে বিএসএফ এখনও ভারী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবস্থান করিতেছে। এসকল এলাকায় স্বাভাবিকের চাইতে প্রায় পাঁচগুণ বেশী সেনা মোতায়েন করা হইয়াছে।

এই সীমান্ত ছাড়াও দিনাজপুর, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, নীলফামারী সীমান্তের পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাকর। বিএসএফ এই সকল জেলার ফুলবাড়ি, বিরামপুর, হাকিমপুর, হিলি সীমান্তে উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখিয়াছে। তাহারা বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঢুকিয়া জনগণকে আতংকিত করিতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। গতকাল সোমবার হিলি সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফের কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে ফ্ল্যাগ মিটিং-এ বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রবেশের কথা বিএসএফ অস্বীকার করিয়াছে। সীমান্ত জুড়িয়া বিএসএফের অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের জন্য বিডিআর ফ্ল্যাগ মিটিং-এ প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

লালমনিরহাট সংবাদদাতা জানান, গত এক সপ্তাহ ধরিয়া লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন সীমান্তে উত্তেজনাকর ও আশংকাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে। সীমান্তের ওপারে বিএসএফের সংখ্যা বৃদ্ধি, তাঁবু ও টং স্থাপন, সাজোয়া গাড়ীর আনাগোনা, অস্ত্র তাক করিয়া বাংকারে অবস্থানের কারণে গ্রামবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। ছিটমহলবাসী ভারতে প্রবেশ করিতে না পারায় কাজ না পাইয়া অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাইতেছে।

ফেনী হইতে সংবাদদাতা জানান, ফেনী জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা ছাগলনাইয়া, পরশুরাম এলাকার জনগণ এখনও গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করিতেছে। উত্তেজনার কারণে সীমান্ত এলাকার কৃষকগণ রবিশস্য ও উঠতি পাকা ইরি ও বোরো ধান ঘরে তুলিতে পারিতেছে না। কৃষকরা জানান, জমিতে পড়িয়া থাকা কয়েক লক্ষ টাকার ফসল ঝড় ও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। প্রায় ৬ হাজার একর জমির ফসল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বিডিআর ও বিএসএফ নিজ নিজ অবস্থান হইতে প্রহরা জোরদার করিলেও কোনরকম উস্কানিমূলক তৎপরতার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আজ মঙ্গলবার ছাগলনাইয়ার চম্পকনগর সীমান্তে ব্যাটেলিয়ান পর্যায়ে বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে সৌজন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রহিয়াছে।

নেত্রকোনা সংবাদদাতা জানান, নেত্রকোনা জেলার সীমান্তবর্তী দুর্গাপুর এবং কলমাকান্দা সীমান্তে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটিলেও বিডিআরকে এই দুই উপজেলায় সতর্ক অবস্থায় রাখা হইয়াছে। ভারতীয় সীমান্তেও বিএসএফ তাহাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। বিডিআরের সূত্রে জানা গিয়াছে, সীমান্ত এলাকায় বিডিআর সার্বক্ষণিক টহল দিতেছে। সকল চেকপোস্টে অতিরিক্ত বিডিআর কাজ করিতেছে। দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা সীমান্ত এলাকায় তেমন কোন উত্তেজনা নাই।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীর জন্য
প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ
সামগ্রী বরাদ্দ

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি বিএসএফ-এর আকস্মিক হামলায় কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন বড়াইবাড়ি এবং উহার নিকটবর্তী চুলিয়ারচর, ভান্দরচর, কালাবাড়ী ও বারবান্ধা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের জন্য গতকাল সোমবার ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ করিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হইতে বরাদ্দকৃত এই ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে এক হাজার শাড়ী, ৫৫টি তাঁবু, এক হাজার পিস স্টিলের প্লেট, এক হাজার টি স্টিলের গ্লাস, ৬২৬ পিস অন্যান্য তৈজসপত্র ও একশত কার্টন ম্যাচ রহিয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণের জন্য কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হইতে এই ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করিবেন।

বিডিআর ও বিএসএফ-এর
প্রাণহানিতে এরশাদের দুঃখ

বাসস'র এক খবরে বলা হয়, জাতীয় পার্টির (এ) চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদ সাম্প্রতিক সীমান্ত সংঘর্ষে বিডিআর ও বিএসএফ জওয়ানদের প্রাণহানিকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গতকাল সোমবার এরশাদের উদ্ধৃতি দিয়া টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩ হাজার ভারতীয় সৈন্যের প্রাণদানের কথা আমরা কিভাবে ভুলিতে পারি?

হিলি স্থল বন্দরে অচলাবস্থা ॥
৫ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি

দিনাজপুর সংবাদদাতা ॥ হরতাল এবং সীমান্ত উত্তেজনার কারণে হিলি স্থলবন্দরে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। কাষ্টমস, আমদানী-রফতানীকারক, সিএন্ডএফ এজেন্ট নেতৃবৃন্দসহ কয়েকটি সূত্র জানায়, চলতি মাসে বিরোধী জোটের আহবানে ৩ দফায় ৯ দিন হরতাল, রৌমারী সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট উত্তেজনায় হিলি স্থলবন্দরে আমদানী-রফতানী কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে রেগুলেটরী কর বৃদ্ধি।

জানা যায়, পূর্বে চাউল আমদানীর ক্ষেত্রে রেগুলেটরী কর ছিল পাঁচ শতাংশ। বর্তমানে উহা বৃদ্ধি করিয়া ১৫ শতাংশ করা হইয়াছে। ফলে হিলি স্থল বন্দরের কার্যক্রম স্থবির প্রায়। জানা গিয়াছে, এপ্রিল মাসে হাতেগোনা কয়েকটি গাড়ী ছাড়া কোন আমদানী পণ্যবাহী গাড়ী এই বন্দর দিয়া প্রবেশ করে নাই। ফলে কার্যরত ১০ হাজার শ্রমিক প্রায় বেকার হইয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হইয়াছে পাঁচ কোটি টাকারও বেশী।

সীমান্ত সমস্যা আলোচনার জন্য বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে ভারতে আমন্ত্রণ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সীমান্তের সকল বিতর্কিত বিষয় নিয়া আলোচনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলকে নয়াদিল্লী যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের প্রেস কাউন্সিলর রিভা গাঙ্গুলী দাস জানান, নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই প্রতিনিধি দলের আমন্ত্রণ সংক্রান্ত বার্তা পাঠানো হইয়াছে। প্রতিনিধি দল কোন্ পর্যায়ের হইবে–আমন্ত্রণ বার্তায় সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। বাংলাদেশের সম্মতি সাপেক্ষে ২২শে মে হইতে ২৫শে মে'র মধ্যে এই প্রতিনিধি দলকে দিল্লী যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। তবে বাংলাদেশের প্রয়োজনে প্রতিনিধি দলের দিল্লী সফরের জন্য অন্য কোন তারিখও নির্ধারণ করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনায় সীমান্তের সকল অমীমাংসিত বিষয় ঠাঁই পাইবে।